50693 - নির্দিষ্ট কোনো রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে সুনিশ্চিত করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়

প্রশ্ন

অন্য কোনো রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় না করে শুধু লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার বিধান কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

লাইলাতুল কদর বা ভাগ্য রজনীতেইবাদত করার মহান ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মহান প্রতিপালক উল্লেখ করেছেন যে, এই রজনী হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেছেনযে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ও প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল কদরে নামায পড়বে তার অতীতের সমস্ত গুনাহমাফ করে দেয়া হবে।

আল্লাহতাআলা বলেছেন:

১. নিশ্চয়ই আমি এটি নাযিল করেছিলাইলাতুল কদরে। ২. তোমাকেকিসে জানাবে লাইলাতুল ক্দর কি? ৩. লাইলাতুল ক্দর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। ৪. সেরাতে ফেরেশতারাও রূহ (জিবরাইল) তাঁদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়েঅবতরণ করেন। ৫. শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।" [সূরা আল কদর, ৯৭: ১-৫]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল ক্দরেনামায পড়বে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"[সহীহ বুখারী (১৯০১) ও মুসলিম (৭৬০)]হাদিসে"ঈমান সহকারে"কথাটির অর্থ হচ্ছে- এই রাতের মর্যাদা ও বিশেষ আমল শরিয়তসম্মত হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আর "প্রতিদানের আশায়" কথাটির অর্থ হচ্ছে- নিয়তকে আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ করা।

দুই :

কোনরাতটিলাইলাতুলক্দরতানিয়ে‘আলেমদেরমাঝেবিভিন্ন অভিমতরয়েছে।‘ফাত্হুল বারী’ গ্রন্থেউল্লেখ করাহয়েছে যেএ সংক্রান্ত অভিমত৪০ টিরউপরে পৌঁছেছে। এক্ষেত্রেসবচেয়েসঠিকমতহললাইলাতুল কদররমজান মাসেরশেষদশকেরকোনএক বেজোড়রাত।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামবলেছেন: “রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতেলাইলাতুল ক্দর অনুসন্ধান কর।”[সহীহ বুখারী (২০১৭) ও সহীহমুসলিম (১১৬৯), তবে শব্দচয়ন ইমাম বুখারী]

ইমাম বুখারী এই হাদিসটির শিরোনাম লিখেছেন“রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত লাইলাতুল ক্দর অনুসন্ধান”। এই রাতটি গোপন রাখার পেছনে রহস্য হল মুসলমানদেরকে রমজানের শেষ দশকের সবগুলো রাতে ‘ইবাদত-বন্দেগী, দোয়াও যিকিরের উপর সক্রিয় রাখা। একই রহস্যের কারণে জুমার দিনেরযে সময়টিতে দোয়াকবুল হয় তা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি এবং একই কারণে আল্লাহর ঐ ৯৯ টি নাম সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি যে নামগুলোর ব্যাপারেনবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিওয়া সাল্লামবলেছেন:“যে ব্যক্তিনামগুলো গণনা করবে [অর্থাৎমুখস্ত করবে, এর অর্থ বুঝবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে] সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[সহীহ বুখারী (২৭৩৬) ও সহীহ মুসলিম (২৬৭৭)] হাফেজ ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“তাঁর বক্তব্যঅর্থাৎইমামবুখারীর বক্তব্য“পরিচ্ছেদ: রমজানেরশেষদশকেরবেজোড়রাতেলাইলাতুলক্দরঅনুসন্ধান”এইশিরোনাম থেকে লাইলাতুলক্দররমজান মাসে হওয়া,রমজানের শেষ দশকে হওয়া এবং শেষদশকেরবেজোড়কোন রাতে হওয়ার ব্যাপারে প্রবলইঙ্গিতপাওয়াযায়। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে সেটিকোনরাত- এমনকোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এ সংক্রান্ত হাদিসের বর্ণনাগুলো একত্রিত করলে এতটুকু প্রমাণই ফুটে উঠে।”[ফাতহুল বারী (৪/২৬০)]

তিনি আরও বলেছেন :

‘আলেমগণ বলেন, এই রাতটির নির্দিষ্ট তারিখ গোপন রাখার পিছনে হিকমত হল মানুষ যেন এ রাতের মর্যাদা লাভের জন্য চেষ্টা সাধনা করে। নির্দিষ্ট তারিখ জানা থাকলে মানুষ শুধু নির্দিষ্টভাবে সেই রাতে ইবাদত-বন্দেগীকরত।একই ধরনের ব্যাখ্যা জুমার দিনের (দোয়াকবুলের) সুনির্দিষ্ট সময় গোপন রাখার ব্যাপারে ইতিপূর্বেউল্লেখ করা হয়েছে।”[ফাত্হুল বারী (৪/২৬৬)]

তিন: পূর্বোক্তআলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, কারো পক্ষে নির্দিষ্ট কোনরাতের ব্যাপারে এ নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয় যে, এটাই‘লাইলাতুল ক্দর’। বিশেষতঃ যখন আমরা জানি যে,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএটি কোন রাত তা সুনির্দিষ্টভাবে উম্মতকে জানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা এর জ্ঞান উঠিয়ে নিয়েছেন। উবাদা ইবনেসামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম ‘লাইলাতুল ক্দর’ এর ব্যাপারে খবর দিতে বের হলেন।এ সময় দু’জন মুসলমানঝগড়া করছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেন :

“আমি আপনাদেরকে ‘লাইলাতুল ক্বদর’ এর ব্যাপারে অবহিত করতে বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হওয়ায়তা (সেই জ্ঞান) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আশা করি উঠিয়ে নেয়াটা আপনাদের জন্য বেশি ভাল হয়েছে। আপনারা সপ্তম (২৭ তম), নবম (২৯ তম) এবং পঞ্চম (২৫ তম) তারিখে এর সন্ধান করুন।”[সহীহ বুখারী (৪৯)]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেন:

“রমজান মাসে নির্দিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল ক্বদর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য সুস্পষ্ট দলীলের প্রয়োজন। তবে অন্যান্য রাতের চেয়ে শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোর কোন একটিতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর এর মধ্যে ২৭তম রাতে হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন হাদিস থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।এ বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি।”

[ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদ্দায়িমা (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র) (১০/৪১৩)]

তাই একজন মুসলিমের নির্দিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল ক্বদর হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। কারণ এতে করে এমন বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়, আসলে যে বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভবপর নয়। এবং এতে করেব্যক্তি নিজেকেপ্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করার সম্ভাবনা তৈরী হয়। হতে পারে লাইলাতুল কদর ২১তম রাতে অথবা ২৩তম রাতে অথবা ২৯তম রাতে। তাই কেউ যদি শুধু ২৭তম রাতে নামায আদায় করে এতে করেতিনি অফুরন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবেন এবংএই মুবারকময় রাতের ফজিলত হারাবেন। সুতরাং একজন মুসলিমের উচিত গোটা রমজান জুড়ে আনুগত্য ও ‘ইবাদতের কাজে সর্বোচ্চ সাধনা চালানো। আর শেষ দশকে আরো বেশি তৎপর হওয়া। এটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর আদর্শ।আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন :“(রমজানের শেষ) দশ রাত্রি শুরু হলে নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোমর বেঁধে নামতেন। তিনি নিজে রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকে (ইবাদাতের জন্য)জাগিয়ে দিতেন।” [সহীহ বুখারী (২০২৪) ও সহীহ মুসলিম (১১৭৪)] আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।